আধুনিকায়নের অভাবে সক্ষমতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না

bonikbarta.net/bangla/news/2017-04-17/114051/আধুনিকায়নের-অভাবে-সক্ষমতা-কাজে-লাগানো-যাচ্ছে-না-

রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক | ০১:০৫:০০ মিনিট, এপ্রিল ১৭, ২০১৭

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত আটটি সার কারখানার অধিকাংশেরই আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) আওতায় পরিচালিত এসব সার কারখানা দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে থাকলেও নেয়া হয়নি আধুনিকায়নের উদ্যোগ। রাষ্ট্রায়ত্ত আটটি সার কারখানার মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটিতে আধুনিকায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে দুটি কারখানাই মুনাফায় ফিরতে পারেনি। মূলত সরকারি সিদ্ধান্তে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছে না কারখানাগুলো। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া ও গ্যাস সংকটের কারণে দেশের আটটি সার কারখানা সর্বশেষ অর্থবছরে ১৯০ কোটি টাকারও বেশি লোকসান করেছে।

দেশের দ্বিতীয় ইউরিয়া সার কারখানা হিসেবে ১৯৭০ সালে নরসিংদীতে স্থাপিত হয় ইউএফএফএল। সাড়ে চার দশকেরও বেশি পুরনো এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৪ লাখ ৭০ হাজার টন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ায় সরকারি সিদ্ধান্তে কারখানাটিতে ৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারখানাটি লোকসানের আবর্ত থেকে বের হতে পারেনি। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত প্রতিবেদনমতে, কারখানাটির লোকসানের পরিমাণ ৯১ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। ওই অর্থবছরে সরকারি সিদ্ধান্তে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় কারখানাটির উৎপাদন ২০১ দিন বন্ধ ছিল। এর আগের দুই অর্থবছরে কারখানাটির লোকসানের পরিমাণ ছিল ৭৩ কোটি টাকারও বেশি। সে হিসাবে গত তিন অর্থবছরে কারখানাটি প্রায় ১৬৫ কোটি টাকা লোকসান করেছে।

একই অবস্থা চীন-বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেডের। ১৯৮৫ সালে স্থাপিত এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ৯৫ হাজার টন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ না থাকায় কারখানাটি এ উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছে না। সর্বশেষ অর্থবছরে কারখানাটি লোকসান দিয়েছে ৩১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। সরকারি সিদ্ধান্তে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় কারখানাটির উৎপাদন ২১৫ দিন বন্ধ ছিল।

চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড গত অর্থবছরে ৫৭ কোটি টাকা লোকসান করেছে। আগের দুই অর্থবছরে লাভে পরিচালিত হওয়া এ কারখানা কুলিং টাওয়ার রিনোভেশন ও রিঅ্যাক্টর লিকেজ মেরামতের কারণে ৩৬৫ দিন বন্ধ ছিল। ফলে উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারেনি কারখানাটি। লাভে ফিরতে পারেনি ১৯৬১ সালে স্থাপিত এবং ২০১৬ সালের ৩০ জুন শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানির সঙ্গে আত্তীকৃত ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেডও। এক লাখ টনেরও বেশি বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানাটি গত অর্থবছরেও ১৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা লোকসান করেছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিসিআইসির আওতাধীন অধিকাংশ সার কারখানাই ৩০-৩৫ বছরের পুরনো। এসব কারখানার অধিকাংশেরই আয়ুষ্কাল শেষ। আবার নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের অভাবে সারা বছর উৎপাদন চালু রাখতে পারে না

অনেক কারখানা। ফলে সক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয় কারখানাগুলো, যার প্রভাব পড়ছে সার কারখানার আয়ে।

বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন সার কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড ও ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিতে পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। অন্য কারখানাগুলোও পুনর্বাসন করলে এবং নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলে তা লাভের মুখ দেখতে পারে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশের আটটি সার কারখানার মধ্যে যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি, টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড ও আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজারই শুধু লাভে পরিচালিত হচ্ছে। অধিকাংশ কারখানাই লোকসানে পরিচালিত হওয়ায় সম্মিলিতভাবে সরকারি সার কারখানা লোকসানের আবর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বণিক বার্তাকে বলেন, সার কারখানাগুলোকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিতে কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সংযোগের বিষয়টি কোনোভাবে নিশ্চিত করা যায় কিনা, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুপারিশ করা হয়েছে।